আমাদের সময়

তারিখ 06 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

শিক্ষার উন্নয়ন পরিপন্থী বাজেট

হতাশ শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ

এমএইচ রবিন ●

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিপন্থী বলে মনে করছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। প্রস্তাবিত বাজেটে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। টাকায় বাড়লেও অনুপাতে কমেছে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাজেট বরাদ্দ ব্যয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ, যা গত অর্থবছর ছিল ১৩ দশমিক ১ শতাংশ। এবার আনুপাতিক হার বিবেচনায় বরাদ্দ কমেছে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। নতুন অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৭ হাজার ১০৩ কোটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ১৪ হাজার ৫০২ কোটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ১ হাজার ৫৫১ কোটি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্য ১ হাজার ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। সব মিলিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৩৪ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর ভ্যাট আরোপ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তব্যে বলেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিপরীতে বর্তমানে সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপর বর্তমানে মূসক আরোপিত নেই। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি এ খাতগুলোকেও মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। তবে কর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবিত বাজেট বিষয়ে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) সভাপতি শেখ কবির হোসেন গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, নতুন বাজেট সম্পূর্ণ শিক্ষার উন্নয়ন পরিপন্থী। কারণ সরকার একদিকে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। অন্যদিকে শিক্ষায় মূসক আরোপ করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মূসক আরোপ করা হবে সেটি শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে অতিরিক্ত ব্যয় চাপাবে, এটিই স্বাভাবিক। এর ভুক্তভোগী হবে জনগণ। তিনি আরও বলেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখন অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে। সরকার এ ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা বাঁধাইন করুক, যেন সবাই নিয়মের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় মূসক আরোপ করে এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

শিক্ষার উন্নয়ন পরিপন্থী বাজেট

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই বাজেটে। ফলে শিক্ষার্থীসহ সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবীর বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি অতিরিক্ত চালু করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হচ্ছে। এ জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন শুরু করার পরও শিক্ষার জন্য আনুপাতিক হারে বাজেট বরাদ্দের কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

অর্থনীতিবিদ খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, শুধু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না, সেই সঙ্গে মানও ধরে রাখতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ব্যয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আনিসুজ্জামান বলেন, কর, মূসক সব কিছুই তো আমাদের ঘাড়ে পড়ে। প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী পড়ালেখার খরচ কমাবে না, উল্টো বাড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতে, উচ্চশিক্ষায় নিরুৎসাহিত হবে শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকরা বলেন, দেশের শিক্ষার মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বেশি টাকা খরচ করে কেন পড়বে? সরকার শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়তে উৎসাহিত করছে।

প্রস্তাবিত বাজেট শিক্ষাবান্ধব নয় বলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) নেতারা। তারা বাজেট সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন, অন্যথায় শিগগির আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার হুমকি দিয়েছেন। বাশিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. নজরুল ইসলাম রনি বলেন, বাজেট শিক্ষক সমাজকে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। শিক্ষক সমাজের বহু প্রত্যাশিত চাকরি জাতীয়করণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ এবং এমপিওভুক্ত পৌনে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীকে জাতীয় পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই। সরকার শিক্ষা ও শিক্ষকবান্ধব নয়। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে বাজেটে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। এই বাজেট সংশোধন করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলনে যাবেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি মিলিয়ে মোট ৩২ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। গত পাঁচ অর্থবছরের বাজেটে কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছর ছাড়া প্রতিবারই মোট বাজেটের অনুপাতে শিক্ষায় বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমেছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট বাজেটের যথাক্রমে ৭ দশমিক ৮৬, ৬ দশমিক ৯৪, ৬ দশমিক ৪৫, ৭ দশমিক ৫১ ও ৬ দশমিক ২০ শতাংশ।